দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 JAN 1993

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস ও মুসলিম শিক্ষার ভিত্তি

আহমদ সেলিম রেজা

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

মাদ্রাসা শিক্ষাকে পঙ্গু করার প্রক্রিয়া শুরু হয় মূলতঃ ডঃ কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের আলোকে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার ৭ মাস পর ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই ১৮ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়, যার চেয়ারম্যান ছিলেন ডঃ মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা। একই বছর ২৪ সেপ্টেম্বর এই কমিশনের উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "কমিশন শিক্ষার এমন এক দীর্ঘমেয়াদী রূপরেখা প্রণয়ন করবেন যা শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার সাধনে সাহায্য করবে।" অতঃপর কমিশনের সদস্যগণ যাতে এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেন সেজন্য ভারত সরকার শিক্ষা কমিশনের সদস্যদের মাসব্যাপী ভারত সফরের ব্যবস্থা করে দেন। এই সফর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উক্ত শিক্ষা কমিশনের ভূমিকায় লেখা হয়েছে যে, "ভারত সরকারের আমন্ত্রণক্রমে শিক্ষা কমিশনের সভাপতির নেতৃত্বে কমিশনের সদস্যগণ ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত ভ্রমণ করেন। প্রায় এক মাসব্যাপী এই সফরে তাঁরা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।"

১৯৭৩ সালের জুন মাসের ৮ তারিখে কুদরাত-এ খুদা-শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী সন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলে উক্ত কমিশনের ভূমিকাতে দাবী করা হয়েছে। বস্তুত স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা উক্ত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকেই পূর্বগঠিত ও পুনর্বিন্যস্ত হয়। বলাই বাহুল্য, মাদ্রাসা শিক্ষাও নতুনভাবে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছিল। এসময় থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার অজুহাত তুলে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও সিলেবাসে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। মুসলিম শিক্ষা চর্চার মূল ভিত্তি আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষাকে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও অবমূল্যায়ন করা হয়। আরবী ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং উর্দু ও ফার্সী ভাষাকে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস থেকে বাদ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে বিধান রাখা হয় যে, দেশের অন্যান্য সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় মাদ্রাসাগুলিতে একই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হবে এবং সর্ব স্তরে বাংলাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।... ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা যেমন, আরবী ইত্যাদি পড়ার ব্যবস্থা থাকবে। তবে যারা ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পড়বে না তাদের সপ্তম শ্রেণী থেকে অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে ইংরেজী পড়তে হবে।

[১১.৩/মাদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা
কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন সুপারিশমালা ১৯৭৩]

অতঃপর মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসে আরবী, ফার্সী ও উর্দুর বদলে গুরুত্ব পেতে থাকল ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস-ভূগোল, পৌরনীতি, গণিত, বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার মূল বিষয় যথা (১) আল-কোরআন ও তাফসীর (২) আল-হাদিস (৩) ফিকহ ও উসূলে ফিকহ (৪) তাসাউফ (৫) হেদায়া (৬) আরবী ব্যাকরণ মানতেক ইত্যাদি বিষয়গুলি মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসে [illegible] ধরে রাখার স্বার্থে এসব বিষয়গুলি পাঠ্যক্রম ও সিলেবাসে নাম-কা-ওয়াস্তে অন্তর্ভুক্ত থাকল। আর বিষময় পরিণতি হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষা তার সকল অতীত ঐতিহ্য ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নিউ স্কীম মাদ্রাসার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি বরণ করে নেয়ার অপেক্ষায় আছে। আশংকাটা এজন্যে এলো যে, নিউ স্কীম মাদ্রাসা ছিল ইঙ্গ-হিন্দু মিলিত চক্রান্তের ফসল। আর আজকের যুগে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষায় পরিণত করার নামে যে চক্রান্ত চলছে তাকে বলা চলে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তের সম্মিলিত অপপ্রয়াস। এক্ষেত্রে ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন থেকে সর্বশেষ ডঃ মজিদ খান শিক্ষা কমিশন পর্যন্ত সকলেরই এক 'রা'। সকলেই যুগের প্রেক্ষাপটে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস প্রসঙ্গে আধুনিকায়নের কথা বলেছেন। কিন্তু আধুনিকায়নের ভিত্তি কি হবে পূর্বাহ্নে তো সে বিষয়টি বিবেচনা রাখা উচিত। না কি?

মাদ্রাসা শিক্ষা হলো মুসলমানদের ধর্মভিত্তিক শিক্ষা আর প্রচলিত স্কুল-কলেজের শিক্ষা হলো সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা।

মাদ্রাসা শিক্ষার মূল কথা হল, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মবাদ। সেক্যুলার শিক্ষার মূল কথা হল যৌক্তিকতা ও বস্তুবাদ। এখন এই দুই শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের ভিত্তি তো এক হতে পারে না। ইসলাম ধর্ম তথা নৈতিকতাবাদ ও আধ্যাত্মবাদের চর্চার জন্য কেউ যদি আগ্রহী হয় তবে তাকে অবশ্য আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা সম্পর্কে পর্যন্ত জ্ঞান রাখতে হবে। এটি এজন্য যে, মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন ও সাহিত্য অর্থাৎ সবকিছু আরবী ও ফার্সী ভাষাকে ধারণ করেই বিকাশ ও পূর্ণতা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে সেক্যুলার তথা যৌক্তিকতা ও বস্তুবাদের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন ও সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে যতটুকু উন্নতি অর্জিত হয়েছে তা মাদ্রাসা শিক্ষার সাহিত্য বিষয়টিকেই সমৃদ্ধ করতে পারে মাত্র। মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধারণ করার মতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়নি। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম বাংলা ভাষাকে প্রথম ও ইংরেজী ভাষাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব দেয়ায় মাদ্রাসা শিক্ষায় এক দিকে আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা চর্চার গুরুত্ব অনেক কমে গেছে, অন্য দিকে মাদ্রাসায় ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান চর্চার জন্য যে সকল প্রয়োজনীয় কিতাবাদি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তা অনূদিত হয়ে বিশ্বের কোথাও প্রকাশিত হয়নি। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেমগণ অবশ্যই ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার নামে প্রকৃত প্রস্তাবে মাদ্রাসা শিক্ষাকে ক্রমশঃ বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে অনাবশ্যকীয় শিক্ষামাধ্যম প্রমাণ করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এক্ষেত্রে আবারো ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের কথা এসে যায়। ভারত একটি সেক্যুলার স্টেট বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তদুপরি সেদেশের প্রধান ধর্ম হল সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম। সে ভারতে মাসব্যাপী সফরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে কুদরাত-এ-খুদা কমিশন বাংলাদেশের জন্যও অনুরূপ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করারই প্রেসক্রিপশন দিয়েছিলেন। এদেশে কার্যকরীও হয়েছে। সে যাই হোক আমাদের প্রশ্ন হলো মাদ্রাসা শিক্ষা তো আর কোন ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা নয়। অতঃপর ইসলাম ধর্মের সঠিক চর্চার স্বার্থেই মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হতে হবে আরবী, ফার্সী ভাষাভিত্তিক। যত দিন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ অনূদিত না হবে তত দিন তো এ ব্যবস্থা চলতেই হবে। এ বিষয়ে অবিলম্বে আলেমগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও সিলেবাসে মুসলিম শিক্ষাদর্শনের ভিত্তিতেই প্রণীত হতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দর্শন দিয়ে আর যা-ই হোক মাদ্রাসা শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। তাই পৃথকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন গঠন করে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ বিষয়ে সরকার পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে বেসরকারী পর্যায়েই সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ ইসলাম ধর্মের চর্চার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।